সাক্ষাৎকার

কবি আল-মাহমুদ

[বিনির্মাণের জন্য কবির এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আবীর ঘোষ]

রোড নং ২৩/ বি, হাউস ৬, গুলশান -১, পাঁচদিন পরপর ০১১৯৯৮৩৫২৫৯/০২৮৮৫২৯২২৫ নম্বরে ফোন করে এ্যাপোয়েন্টমেন্ট নিয়েও যাওয়া হলো না। অবশেষে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে বিকেল ছয়টার সময় দীর্ঘ চার ঘন্টার যান্ত্রিকতা হজম করে আধঘন্টা গলিতে ঘুরে ঘুরে জনা তিরিশ লোকের কাছে জিজ্ঞাসার পর উপরোক্ত ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম। আবিষ্কার করলাম কবি আল - মাহমুদের নিবাস।

তখন আমার হাতের গোপন ভাঁজে অসমাপ্ত বেনসন সিগারেটটি জ্বলছিল। ২৩/বি, হাউস ৬, গুলশান-১। এই বাড়ির সামনে এসে সিগারেটটি শেষবারের মত একটি টান দিয়ে ফেলে দিলাম। গেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত বোলাতে বোলাতে যে লোকটি সদ্য মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া সিগারেটটি ফ্যালফ্যাল করে দেখছিলেন তার নিকট থেকে নিশ্চিত করে জানতে পারলাম, এই বাড়ির সেকেন্ড ফ্লরে কবি আল মাহমুদ থাকেন। ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে অবশিষ্ট সিগারেট আর আমাকে বেশ নিরিক্ষণ করে অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন- ভাইজান আইচেন কোথ থেইকা। আমি সোজা সরল ভাষায় জানালাম; কলকাতা থেকে। তিনি আবার সিগারেট ও আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনার পরিচয়ডা দ্যান। মানে বুঝলাম। রমজান মাস। দশ মিনিট অন্তর সিগারেট ধরানো অভ্যাস, অত কি খেয়াল থাকে। মাথাটা সোজা করে চোখে চোখ রেখে বললাম, অনামী লেখক, কবিকে ফোন করেছিলাম আসতে বলেছেন। তিনি আমার বেশভুষা ভালো করে নিরিক্ষণ করে লিফ্টের পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন; এই হানে খাড়ান, আমি জিগাইয়া আইতাছি। বেশ বড় এ্যাপার্টমেন্ট। গ্রাউন্ড ফ্লোরে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। এ্যাপার্টমেন্টের সভ্যদের বাহির প্রবেশের জন্য লিফট সিঁড়ির ব্যবস্থা ও পাহারাদের বাস স্থান এই ফ্লোরেই। আল মাহমুদের বাড়ি বলে কথা। অনেক কিছুই জিজ্ঞাসার; কৌতুহলের। তাছাড়া কবি আলমাহমুদ সম্বন্ধে যা কিছু প্রচার আছে তা শুনলে ভয়ে গা চমকে যায়। বাড়িটার চারপাশে ভালো করে দেখলাম। সবটাই অভিজাতদের বসবাস।

মিনিট পাঁচ পরে ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন; হ চলেনগা, দেখাইয়া দিতাছি। পূর্বে কখনো সামনা - সামনি কবি আল মাহমুদকে দেখিনি। মানে ঠিক করে চিনতে পারতো। আর ছাত্র - শিবির ক্যাডাররা নিরাপত্তা দানের অজুহাতে কাছে ঘেঁসবেনাতো। আর বেশি কিছু ভাবার অবকাশ রইলনা। ততক্ষণ তৃতীয় তলায় পৌঁছে গেছি। ভদ্রলোক একটি দরজার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন; বেল টিপুন, লোক আইব। বেল টিপতেই দুইজন ভদ্রমহিলা ও একজন কিশোরী মেয়ে গেট খুলেই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হয়ত পূর্বে এমন কাউকে দেখেনি তাই। হঠাৎ ভিতর থেকে একজন পয়তিরিশ - চল্লিশ বছরের যুবক এসে অসন্তুষ্টের আচরণে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হইছে, কিয়ের লাইগা বেল টিপছেন? আমি এই ধরণের আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাই যুক্তি দেখিয়ে কথা বলতে হলো। বললাম; ফোন করেছিলাম, আসতে বলেছে তাই এসেছি। যুবকটি আর কোন কথা বলে না। যেখানে চারপাঁচজন মহিলা খাবার তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল সেখানে চলে গেলেন।

বেশ বড়ো সড়ো ঘর। এঘরটিতে সাধারণত অতিথিরা আসলে তাদেরকে বসতে দেওয়া হয় এবং কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আড্ডাও জমে। ঘরটিতে ওপ্রান্তে ঠিক জানালার নীচের সোফাতে জড়ো - সড়ো ভাবে, দুই হাটুর উপরে হাত রেখে, সম্পূর্ণ শরীরটা ডান দিকে ভর দিয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির যে মানুষটি বসে আছেন, আমি নিশ্চিত হলাম ইনিই কবি আল- মাহমুদ। পাশে একজন বছর তিরিশের যুবক বসে আছে। আমি নমস্কার জানাতেই স্বল্প দাড়িওয়ালা টুপি পরা অর্থাৎ আল মাহমুদ ভালোকরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে পরণের লুঙ্গিটা পায়ের নীচে নামিয়ে উঠে দাড়ালেন। আর পাশে একটি সোফা দেখিয়ে বললেন, এখানে বসেন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মতন সভ্যতার অনেকটা। বয়সের ভারে চোখের পাতা অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। মিট মিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন—

কবি আপনারতো তিন-চারদিন পূর্বেই আসার কথা ছিল?

বিনির্মান ঢাকাতে আসার পর শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই আসতে চেয়েও পারিনি।

কবি আপনি যখন ফোন করেছিলেন, তখন শাহবাগ থেকে রওনা দিলে আরো চারঘন্টা পূর্বে চলে আসার কথা। তাহলেতো অনেকখানি সময় দিতে পারতাম।

বিনির্মান ঢাকার রাস্তায় যা যান-জট, তাতে কারে রাস্তায় বের হওয়ার ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে যায়। শাহবাগ থেকে গুলশান আসতে সময় লাগে পনেরমিনিট। আমি তিরিশ মিনিট বরাদ্দ করে রেখেছিলাম। কিন্তু তিন ঘন্টার বেশি লাগবে আমার ধারণাই ছিল না।

কবি রমজান মাসে এই সময়টাতে রাস্তার ব্যবস্তা অনেকবেলা থাকে। দুপুরের দিকটাতে আসতে অনেক বেশী সময় দিতে পারতাম, এখন বেশি সময় দেওয়া যাবে না।

বিনির্মান যতটা পাওযা যায়, সেটা কম কিসের?

কবি আপনি কলকাতা কোথায় থাকেন?

বিনির্মান সল্টলেক?

কবি কি করেন?

বিনির্মান	একটা বিদেশী ফার্মে বেশভালো বেতনে চাকরি করছিলাম, কিন্তু...

কবি	কিন্তু কি হলো?

বিনির্মান	ঢাকায় আসার পূর্বে সামান্য বিষয় নিয়ে বস্ ''বোকাচোদা'' বলল আর চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে মন ভালো করার জন্য ঢাকায় এসে গেলাম।

কবি	এবার কি করবেন?

বিনির্মান	ভাবিনি।

কবি	চলবে কি করে?

বিনির্মান	যেভাবে চলার সেভাবে!

কবি	ঢাকায় কবে এসেছেন?

বিনির্মান	বেশ কয়েকদিন।

কবি	ক'দিন থাকবেন।

বিনির্মান	যে ক দিন ভালো লাগবে।

কবি	বিয়ে করেছেন?

বিনির্মান	মাথা খারাপ!

কবি	এখন ইফতারির সময়, আমাদের সাথে ইফতারি করতে আপনার কোন আপত্তি নেইতো।

বিনির্মান	আপত্তি থাকবে ক্যানো! বেশ ভালোইতো হলো।

কবি	না আপনি হিন্দুতো, তাই জিজ্ঞাসার দরকার?

বিনির্মান	আমি গরু, শুয়োর সব খাই। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি, কবি সাহিত্যিকদের নিদিষ্ট কোন জাত, ধর্ম বর্ণ থাকে না। যার নিদির্ষ্ট জাত ধর্ম বা ধরাবাঁধা গোষ্ঠী থাকে; সে আর যাই হোক কবি - সাহিত্যিক কিংবা শিল্পির দাবী রাখতে পারে না।

কবি	তাহলে এক সাথে ইফকারি করি।

বিনির্মান	আপনার বর্তমান বয়স কত?

কবি	সাতাত্তর।

বিনির্মান	বয়স হিসেবে আপনিতো বেশ চাঙ্গা।

কবি	চাঙ্গা আর কোথায়, চোখে ভালো দেখতে পারি না। শরীর বাইরে যাবার উৎসাহ দেয় না। পত্রিকার লেখাগুলি সময় মত দেওয়া হয় না। এই ছেলেটিকে বলে দিই ও শুনে শুনে সব লিখে দেয়।

বিনির্মান	আচ্ছা আপনাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে?

কবি	করুন। তবে বলে রাখি, কলকাতা থেকে অনেক কবিরা আসেন তাদের কাছ থেকে অনেকের নাম শুনি, তাছাড়া অনেকের লেখা চোখে পড়ে তাদের নামের সাথে পরিচয় হয়, কিন্তু আপনার নাম কাউরের মুখে শুনিনি, আর আপনার নামের কোন লেখাও আমার চোখে পড়েনি। আপনার নাম কোথাও শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। আজই প্রথম আপনাকে দেখছি। পরিচয় জানতে চাওয়ায় আপনি বললেন, অনামী লেখক। কলকাতা থেকে এসেছেন। এসেছেন ঠিক আছে, ক্যানো এসেছেন এবং কি কথা জানতে চান বলুন?

বিনির্মান	আপনার প্রশ্ন শুনে একটা গল্প মনে পড়লো।

কবি	কি গল্পটি? কেন বলতে চাইছেন?

বিনির্মান	অজানাকে জানা হলে যেটা হয়, সেইটা বললাম, চাপ নিয়ে লাভ নেই। কাজের কথায় আসি, ইফতার এসে গ্যাছে। আপনার সারাদিন উপোশ আছে। ইফতারির পর কথা বলা যাবে।

কবি	না, ঠিক আছে। ইফতার খেতে খেতে কথা বলি। আপনি অনেক দুর থেকে এসেছেন। নিন, ইফতারি শুরু করুন।

বিনির্মান	সেই ভালো।

কবি	আপনি কি লেখেন?

বিনির্মান	গল্প, উপন্যাস। আর কবিতা মতন কি সব ডাইরীতে লিখি। এগুলি সব ডাইরীর। আদৌ কবিতা কিনা জানিনা। সাহিত্য সমাজে অল্পদিন ঘোরাঘুরি করছি। একবছর পূর্বে একটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান 'অবাক নগর' নামে দুই বাংলা নিয়ে একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করছি। এই।

কবি	গল্পের বই, পত্রিকা ব্যাগে আছে? থাকলে দিয়ে যাবেন, পড়ব। আর কি একটা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন?

বিনির্মান	এই বছর অর্থাৎ ২০০৮ এ জাতীয় কবিতা উৎসব ও একুশে বই মেলায় ঢাকায় ছিলাম। তখন আমার পূর্ব পরিচিত এককবির নিকট আপনার ফোন নম্বর এ বাড়ির ঠিকানা চেয়েছিলাম। তিনি উত্তেজিত হয়ে ঘেন্নার সুরে আমাকে বলতে থাকলেন; কি কও মিয়া, ওই হালাই শুয়োরের বাচ্চা কবি নাহি, অ-বে আমার নব্বইয়ে কবিতার থেইক্কা বাদ দিয়া দিচ্ছি হালাই রাজাকার আলবদরের খাতাই নাম লিইখা পাকিস্তানের দালালি করতাসে, হ্যার কতা যা কইচ, আর কইবা না।

কবি	আপনি কি বললেন তখন?

বিনির্মান	বাংলাদেশের কবি - সাহিত্যেকের দৃষ্টিতে আপনার স্থান কি, সে আমার অজানা। ক্যাননা ঢাকা থেকে যারা কতকাথায় কবিতা পড়তে আসে বেশীর ভাগ শামসুর রহমান গোষ্ঠী। আপনার কবিতার উচ্চ প্রশংসা একমাত্র

কলকাতার কিছু কবির মুখ থেকে শুনি।

কবি আপনি কি মত পোষণ করেন?

বিনির্মান আপনার লেখা আমি খুব একটা পড়িনি, হাতগোনা কয়েকটি লেখা পড়েছি বেশ ভালো লেগেছে। লেখার মাঝে উত্তরণ আছে।

কবি বাংলাদেশে যত কবি সাহিত্যিক আছে, তার মধ্যে একমাত্র আমিই বুকে হাত রেখে মুক্তিযোদ্ধা এ দাবী করতে পারি, এটা আর কোন কবি সাহিত্যিক বলার সাহস রাখে না।

বিনির্মান দেখুন, পশ্চিমবাংলায় আল - মাহমুদের কবিতা নিয়ে যতটা চর্চা হয়, ঠিক ততটা পূর্ববাংলায় ব্যক্তি আল - মাহমুদ, এটাই নিয়ে চর্চা হয়।

কবি এটা আমি বিশ্বাস করি।

বিনির্মান আপনার কবিতা ছাপালে, আমার পত্রিকার জন্য বাংলাদেশ থেকে যে লেখাগুলি পেয়েছিলাম, তার সবটাই ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনার কবিতা থাকলে তাদের কবিতা রাখা যাবে না। এটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। মতান্তর মানানসই কিন্তু মনান্তর ঠিক মানাই যায় না।

কবি আপনার এই চিন্তাধারা বেশ ভালো লাগল।

বিনির্মান সর্বত্র প্রচার আছে আপনার চারপাশে সব সময় ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা পাহারা দিয়ে বেড়ায়, আপনি দেশদ্রোহীদের নিকট বিক্রি হয়েছেন, যদিও এগুলি জানার বিষয় বস্তু না, তবুও বিজ্ঞাসা করছি।

কবি দেখুন, আমি ইসলামি মানসিকতার এক জন মুসলিম। আমার ধর্মীয় কর্মসূচির দরুন দুই পাঁচজন হুজুর মৌলবি আসা যাওয়া করে, তাতে ঐসব প্রমাণিত হয়না।

বিনির্মান আমি কারোর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে চাই না। প্রতিটি মানুষ নিজস্ব ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

কবি আমি এবিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না।

বিনির্মান কবিতার প্রসঙ্গে আসি, বর্তমান সময়ের কবিতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

কবি মতামত বলতে?

বিনির্মান পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার এই প্রজন্মের নবীন কবিরা যে বিপ্লব করছে তা কতখানি কবিতা বলে আপনি মনে করেন?

কবি এই প্রজন্মের কবিদের কবিতা কতখানি কবিতা সে, বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

বির্নিমান বিশ্বায়নের হাওয়া সর্বত্র বইছে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কবিতার ভাবধারার বদল নতুন প্রজন্মতো প্রত্যাশা করতেই পারে?

কবি কিন্তু ভাবধারার বদলেরঅর্থ এই নয় যে, মূল ধারাটিই বদলে ফেলা।

বিনির্মান নবীনরা সবকালেইতো কবিতাকে নিয়ে নতুন করে ভেবেছে, কবিতার নতুন ধারা আনবার চেষ্টা করেছে। আমরা বঙ্গভঙ্গ, সাতচল্লিশ, বাহান্ন, একাত্তর এই সময়গুলিতে ভাষা মানচিত্র, স্বাধীনতা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীক কবিতা চর্চা মাঝেও কবিতার নিজস্ব অস্তিতের যে বিপ্লব যেটা দেখতে পাই। কিন্তু শূন্য দশক বিশ্বায়নের যুগ, এই বিশ্বায়নের জলসা ঘরে সর্বত্র অপসংস্কৃতির রমরমা বাজার চলছে, মানবিক মূল্যবোধের জায়গাটাও ধোয়াশা যেখানে বাঙ্গালীর নিজস্ব সত্ত্বা, কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার যে লড়াই, তা কবিতার মাধ্যমে কবিরা বারবার করে এসেছে, এই সময়ের নবীন কবিরা সেখানে কি আদৌও সফল?

কবি স্পর্শ করেনা সেটা আছেই পাশাপাশি আরও অনেক কারণও আছে।

বিনির্মান আমি ঢাকাতে আসার পর দেখছি আপনাকে সম্পূর্ণ কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে, এটা নিশ্চয় ঈর্ষা করে নয়?

কবি কবিতা উৎসব আরো যা কিছু কবিতাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্ত যারা পরিচালনা করে, তারা কেউই কবি নন, আসলে তারা কারা তাও জানিনা, কাজেই তাদেরকে নিয়ে কবিতার কথা মানায় না। তাছাড়া আমি খুব একটা বাইরে কবিদের সাথে যোগ রাখতে পারি না।

বিনির্মান বুঝলাম, নবীন কবিদের সাথে আপনার দূরত্ব অনেকখানি।

কবি তেমন কোন ভালো কবিতা বিশেষ করে এই প্রজন্মের, আমার চোখে পড়েনি। তবে ষাট, চল্লিশ, আশি নব্বই দশকে কিছু কিছু কবিতা ভালো লাগত।

বিনির্মান আপনার কবিতা নিয়ে একটা কথা বলতে চাই। আপনার কবিতার মধ্যে, জীবনানন্দের কবিতার কিছুটা স্বাদ লক্ষ্য করি, জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব কি আপনার কবিতায়...

কবি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না, তবে তার কবিতা আমার খুব ভালো লাগে।

বিনির্মান আচ্ছা আপনারিতো প্রায় সম-সাময়িক কালের কবি, নির্মলেন্দু গুন, শামসুর রহমান তাদের কবিতা আপনার কাছে কেমন লাগে?

কবি দেখুন আমাদের বয়সে একটু ব্যবধান থাকলেও তারা এক সময় আমার বন্ধুর মতন ছিল। তাদের কিছু কিছু কবিতা ভালো লাগে, কিন্তু তারা যে বাংলা সাহিত্যের খুব বড় কবি এটা আমি বলতে পারিনা।

বিনির্মান পশ্চিমবাংলার কবিদের কথায় আসি। আপনিতো একসময় কলকাতায় প্রায় যেতেন, ওখানকার কোন কবির কবিতার বিষয়ে একটু বলুন?

কবি শক্তি বেঁচে থাকাকালিন মাঝে মাঝে যেতাম, শক্তি আমার ভালো বন্ধুও ছিল, ওর কবিতা আমার খুব ভালো লাগত। ওর কবিতার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। শক্তির মৃত্যুরপর কলকাতা খুব একটা যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বিনির্মান আর সুনীল?

কবি ওর নাম করতে ঘেন্না হয়। এক সময় সুনীলও আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু ওর কিছু কার্য কলাপের পর ওর সাথে যোগাযোগ রাখাই বন্ধ করেছি। প্রথমদিকে কিছু ভালো লেখা লিখেছে, তারপর কিসব উল্টোপাল্টা লেখা এখন বাজারে বিক্রির জন্য লিখছে, ওর কিছু আছে নাকি?।

বিনির্মান বিনয়ের লেখা ক্যামন লাগে?

কবি বিনয়ও আমার বন্ধুছিল, তবে যোগাযোগটা কম হত। কিন্তু সুনীলের লেখার থেকে বিনয়ের লেখার মান অনেক উন্নত। বিনয়ের অল্প লেখাই পড়েছি, ভালো লেগেছে।

বিনির্মান তবে সুনীলের জনপ্রিয়তা সবথেকে বেশি, এটা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।

কবি সুনীল প্রসঙ্গে আর কোন কথা শোনার ইচ্ছে নেই।

বিনির্মান তার পরবর্তী স্টেজে উৎপলবাবু, জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, তাদের কবিতা...?

কবি কয়েকদিন আগে আর একজন তরুন কবি এসেছিল সেও শ্রীজাত, শ্রীজাত বলেতো আমার পাগল করে ছাড়ল, কিন্তু তার নাম শুনিনি, একটি বই দিয়ে বলল, শ্রীজাতের বই, পড়লাম। একটাও কবিতা বলে মনে হলো না, আর সে নাকি কলকাতার উঠতি বড় কবি!

বিনির্মান জয় গোস্বামী?

কবি জয়! জয়ের কথা কি বলবো...

বিনির্মান হাসছেন যে!

কবি শুনি জয় পশ্চিমবাংলার সাড়া জাগানো বড় কবি। কিছুদিন পূর্বে আমার বাড়িতে এসেছিলো। এই ঘরে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ কেঁদে করে ফেলল তারপরতো পা আর ছাড়তেই চায় না।

বিনির্মান সত্যি।

কবি এই নিয়ে বাংলাদেশে পত্রপত্রিকায় খুব লেখা - লেখি হয়েছিল।

বিনির্মান তারপর জয় কি করল?

কবি জয়তো পা আর ছাড়তে চায় না। কেঁদে কেঁদে বারবার একই কথা বলতে লাগল, আপনি কি করে অসাধ্য সাধন করলেন? বাংলাদেশের মাটিতে আপনার থেকে বড় কবি আজ পর্যন্ত কেউ জন্ম গ্রহণ করেনি। আপনিই বাংলা সাহিত্যের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি। আপনি একি করছেন।

বিনির্মান আপনি কি বললেন?

কবি আমি আর কি বলব! বললাম, আপনিও তো বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। জয়কে তবুও কান্না থামাতে পারি না। শুধু বারবার সেই একই কথা, আপনি কবিতার গুরু। আপনার থেকে বড় কবি দুই বাংলায় দ্বিতীয় কেউ নেই। ভিতর থেকে চা এসে গেল। সেই সুযোগে একটি সিগরেট জ্বালিয়ে নিলাম। কবিও ভিতরে গিয়ে একটি সিগরেট জ্বালিয়ে আনলেন। বেশ জমেছে। সময় বেশি নেই। তাই কথায় ফিরে গেলাম।

বিনির্মান তারপর জয়?

কবি জানাল কলকাতায় আমাকে সংবর্ধনা দেবে নিজে হাতে। আমাকে যেতেই হবে। আমি শরীর খারাপের অজুহাত দেখালাম। তবুও জয় শুনল না। আমাকে যেতে বাধ্য করল।

বিনির্মান আপনি গেলেন?

কবি গেলাম। গিয়ে জয়ের কাণ্ড দেখে অবাক হলাম।

বিনির্মান কি রকম?

কবি বর্ডার পার হতেই দেখি জয় গাড়ি নিয়ে বসে আছে। আমি যেতেই আবার পা-জড়িয়ে ধরল। বর্ডারেও পা ছাড়তে চায় না। কেঁদে কেঁদে সেই একই কথা আপনিই শ্রেষ্ঠ কবি। আপনার উপরে আর কেউ নেই। আপনি আমার গুরু দয়া করে আমাকে দীক্ষা দিন।

বিনির্মান কলকাতায় গিয়ে কি হলো?

কবি কলকাতায় গিয়েতো আমাকে নিয়ে নানা কাণ্ড করে ছাড়ল। আচ্ছা, আমিতো আর সময় দিতে পারব না, নমাজ পড়তে যেতে হবে। আপনি পরবর্তীতে একটু বেশি সময় নিয়ে আসবেন।

বিনির্মান তাই হবে। তবে কে কত বড় কবি, কার কবিতা - কবিতা, কার কবিতা - কবিতা না, কোন কবির কবিতা বেশি দিন বাঁচবে, সেটা সময় বলে দেবে।